নবপর্যায় : ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুন ২০২০

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

" I confirm you of the greatness of this Bangladeshi culture"
- BHL

১৩ মার্চ ২০২০ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে ফরাসী এক বন্ধু বলে গেলেন এই বাংলাদেশের গৌরবের কথা। উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যায়, ইষ্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস এর শিক্ষার্থীসহ অন্যন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এবং বিশিষ্ট জনেরা। বাংলাদেশে নিযুক্ত ফরাসী রাষ্ট্রদূত এবং বৃটিশ রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন।

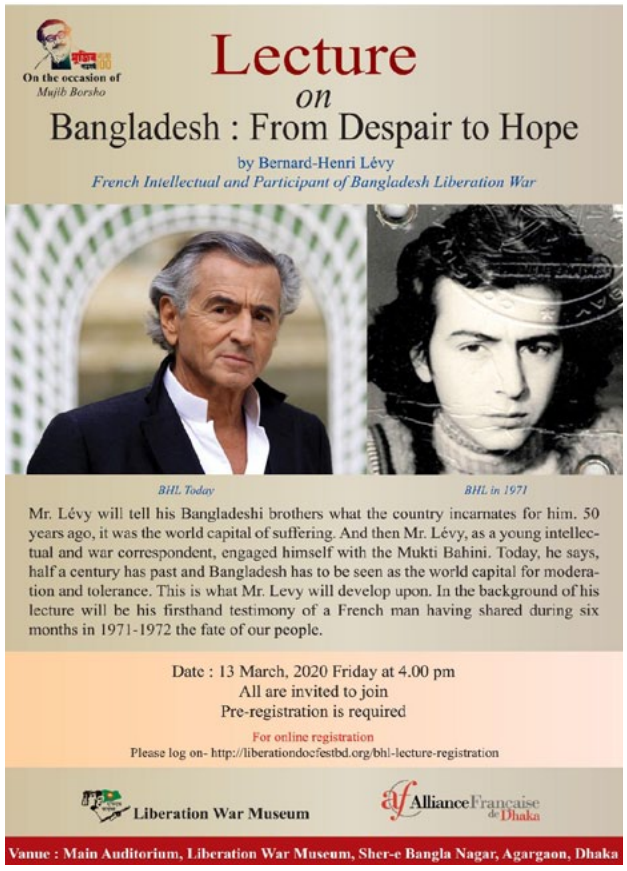

"You people, who were not people of war, who had the culture of poetry, of art, of great songs, of great philosophy has been compelled to fight with these sort of people."
-BHL

অতীতে ফেরা : বাংলাদেশের ফরাসি বন্ধু

৪৯ বছর পিছনে ফিরে প্রবীণ একজন ফরাসি তারুণ্যের উচ্ছলতা নিয়ে হাঁটছেন পথে পথে কুড়িয়ে নিচ্ছেন স্মৃতির নানা টুকরো

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে শিখা চির অম্লানে পুস্পস্তবক অর্পণ করে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি সম্মান জানান লেভি

পরম মমতায় বীরাঙ্গনার হাত ধরলেন লেভি

অকিম মুখার্জির ঘরে লেভি খুঁজে পেলেন অতীত

১৯৭১-এর পথ ধরে তিনি হাঁটছেন আর ২০২০-এ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর চলছে তাঁর সাথে। বের্না হেনরি লেভি, একজন ভিনদেশি মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১- এ দর্শনের তুখোড় ছাত্র, ২২ বছরের এই ফরাসি তরুণ তাঁর ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্ন মুলতবি রেখে আঁদ্রে মালরোর আহ্বানে চলে এলেন বাংলার বিভীষিকাময় যুদ্ধক্ষেত্রে। অজান্তেই প্যারিসের ল্যাটিন কোয়ার্টারের ফ্ল্যাট ছেড়ে আসা তরুণ-মন যুদ্ধের নাশকতায় এ্যাডভেঞ্চারের আমেজ পেতেন, তাই অবলীলায় বলেন, ''স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, যুদ্ধক্ষেত্র আমার ভালই লাগছিল।''

কিন্তু দ্রুতই মুখোমুখি হলেন এক কঠিন প্রশ্নের, ''এক সন্ধ্যায় এক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আমার কাছে কয়েক দিন আগে যুদ্ধে শহীদ হওয়া অসীম সাহসী সহযোদ্ধার স্মৃতিচারণ করছিলেন। ঠিক সে সময়ে আর একজন মুসলমান সহযোদ্ধার জন্য কবর খোঁড়া হচ্ছিল কিছু দূরে। হঠাৎ মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আমাকে বললেন : "তোমরা ফরাসিরা কি এসব দেখতেই এখানে আসো? ... এসবের জন্যই কি এসেছ তোমরা এখানে? ... তোমরা আসলে মানুষের কষ্ট দেখে আনন্দ পাও ...।''

সেই মাওবাদী মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের নাম ছিল ডা. অকিম মুখার্জি। তরুণ নিজেকেই নিজের সামনে দাঁড় করালেন, সেই থেকে এখনও বিশ্বের নানা যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি হয়তো এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ফেরেন। প্রায় ৫০ বছর পর তিনি সেই প্রশ্নকর্তার খোঁজে ছুটে চলেছেন যশোর হয়ে সাতক্ষীরায়, যে অকিম মুখার্জির খোঁজ পুলিশ দিতে পারেনি, প্রবীণ যোদ্ধারা বলতে পারেননি, তাঁর খোঁজ দিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাতক্ষীরার নেটওয়ার্ক শিক্ষক শম্পা গোস্বামী, জানা গেল এই বিপ্লবীর আসল নাম কেশব সমাদ্দার। তিনি নেই কিন্তু তার পরিবার এখনো আছে।

লেভি যাবেন সেখানে, পথে যশোর, সেখানে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ মুক্তিযোদ্ধারা, একাত্তরের পদযাত্রী দলের প্রবীণ সদস্যরা, নেটওয়ার্কভুক্ত শিক্ষার্থীরা, তারা যেভাবে বরণ করলেন তাদের এই অতিথিকে তা লেভি তুলে ধরেছেন দেশে ফিরে পত্রিকায় লেখা তাঁর স্মৃতি চারণায় :

"A band of flutes and drums. A hedge of frail children clapping rhythmically in their hands. Veterans with white beards singing the hymn of free Bengal anthem. And, stretched between bamboo, yellow calico streamers: - Welcome Back to Jessore, Veteran Bernard-Henri Lévy! - Yes, Jessore."

এ যেন দীর্ঘ দিন পরে পরম আত্মীয়ের ঘরে ফেরা। সেখান থেকে ডা. অকিম মুখার্জির বাড়ি যাবার পরে তার ছেলে লেভিকে নিয়ে গেলেন বাবার ঘরে। লেভির মনে শঙ্কা চিনতে পারবেন কি ফেলে আসা সময়কে, কিন্তু অবাক

প্রয়াত বিপ্লবী অকিম মুখার্জীর বাড়িতে লেভি, সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক

বিস্ময়ে তিনি উপলব্ধি করলেন,"I'm not sure I recognize the strap bed. Neither the table where collections of old Bengali poetry books were lying. But what has obviously not moved is this: from the wall, on the floor, near a small altar loaded with jars of incense, candles, plates of food, pious multicolored images, sacred bells, two washed-out portraits, black and white, of Marx and Lenin revered like Shiva and Vishnu. To open the window to bring in some light, I moved them. A huge black spider runs to stick on a lantern. A sign. But of what?" পুরোপুরি অতীত হারায়না, কিছুটা থাকে মানুষের হৃদয়ে, কিছুটা বাস্তবের এদিক ওদিক ছড়ানো। দুটো যখন এক সাথে মিলে তখন রচিত হয় এক দুর্লভ ইতিহাস, যাবইতে খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

লেভির অতীত খোঁজার আরেক পর্ব চলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। মুক্তিযুদ্ধের পর তরুণ লেভি কিছু দিন কাজ করেছেন বঙ্গবন্ধুর প্রশাসনে। তখন জেনেছেন কিছু মানুষের কথা, যাদের বলা হয় বীরাঙ্গনা। এই বীর নারীদের আরেক বার সম্মান জানানোর ইচ্ছা পোষণ করলেন তিনি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মী আমেনা খাতুনের সক্রিয় সহযোগিতায় দেখা হলো তাদের, লেভির বর্ণনায় বর্ণিল হয়ে ওঠেন তারা, These old ladies, found at the museum and gathered by my old friend Abdul Majeed Chowdhury, are Birangona. Literally, heroines of the nation.... Do they know that I was then, for several months, a kind of intellectual mercenary at the service of the new State and giving tips on economy learned from my teacher? - - - They no longer have the age. They walk slowly. Some, draped in their freshly colored saris and wearing their most precious nose jewels, came in a wheelchair. But what rage to talk of the past abuses! What passion when they recount the years of struggle to obtain the status not only of victims but of Freedom fighters, in their own right. And what a cheerfulness of young girls when they proclaim themselves, from their wheelchairs, the vanguard of global feminism.

লেভি আমন্ত্রিত ছিলেন জাতির জনকের জন্মশতবর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। করোনা পরিস্থিতিতে সেই পরিকল্পনা পরিবর্তন করা হলেও লেভি নিজ দায়িত্বে মধ্য-মার্চে এলেন বাংলাদেশে। বয়ে নিয়ে এলেন বঙ্গবন্ধুর প্রতি ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাকরনের শ্রদ্ধার্ঘ্য এবং সযতনে তুলে দিলেন বঙ্গবন্ধু-কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারহাতে,"The festivities were postponed due to coronavirus. But I carried her a letter from President Macron, that due to coronavirus, obliged me to put this letter on the coffee table, between us just below the portrait of Mujib"

এই অতীতে ফেরার কথা লেভি লিখেছেন নিজ দেশের পত্রিকার পাতায়, পুরোটা তো লেখা যায়না, অলিখিত অংশটুকু রয়ে যাবে তাঁর স্মৃতিপটে আমৃত্যু। অকৃত্রিম এই বন্ধুকে বাংলাদেশ কি দিল হয়তো বলা যাবেনা। কিন্তু তিনি রেখে গেলেন তাঁর বাংলার বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা আর শুভ কামনা,"I was among the first to take the road, once, of this magnificent and cursed country. I take the last flight, fifty years later, for a Europe ready to barricade itself and say goodbye to the world. All that remains for the friends of Bengal is to pray and hope."

প্রতিবেদন : ড. রেজিনা বেগম

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

তিনটি ভাষণ ও একটি বিশেষ প্রদর্শনী

স্বাধীন বাংলাদেশ জন্ম নিল ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, তবে বিজয়ের উৎসব পূর্ণ রূপ পায়নি সেদিন, অতৃপ্তি ছিল উল্লাসে, আনন্দে। বাঙালির অপেক্ষা ছিল তাদের প্রিয় নেতাকে ফিরে পাবার। ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন স্বাধীন স্বদেশে। অসাধারণ দৃঢ়চেতা এই মানুষটির মনোবল শত চেষ্টাতেও ভাঙ্গা যায়নি, যার প্রমাণ পাওয়া যায় মুক্ত নেতার স্বদেশ প্রর্ত্যাবর্তনের পথে লন্ডন, দিল্লি এবং মাতৃভূমিতে ফিরে রেসকোর্স ময়দানে দেয়া ভাষণে। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে তিন ভাষণ একত্রে গেঁথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করে বিশেষ প্রদর্শনী। আলাদা মাত্রার এই প্রদর্শনীর পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভ্স্ ও প্রদর্শনী বিভাগ, আমেনা খাতুনের নেতৃত্বে।

তারুণ্যের মিলনমেলা : মুক্তির উৎসব

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল মঞ্চে উঠে বলেন, আমি প্রতি বছর ভয়ে ভয়ে থাকি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আমাকে ডাকবে কিনা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যে-অনুষ্ঠানটির জন্য হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর সাথে তাদের প্রিয় লেখকও অপেক্ষায় থাকেন সেটি মুক্তির উৎসব। প্রতিবছর আউটরিচ কর্মসূচির আওতায় যে সব স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জাদুঘর পরিদর্শন করে, এই উৎসব তাদের মিলনমেলা। এবছর ২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় উৎসব। করোনা নিয়ে তখন জনমনে প্রবল শঙ্কা, কখন দেশ আক্রান্ত হয় এই ভাইরাসে। সব শঙ্কা কাটিয়ে মাঠে জমে ওঠে ছাত্রছাত্রীদের মেলা। মঞ্চে তরুণদের সামনে হাজির হন জাফর ইকবাল, বললেন এবার সকাল সকালই এলেন, কারণ এখান থেকে যাবেন আরেক উৎসবে, সেটিও তারুণ্যের, ফিজিক্স অলিম্পিয়াড। মঞ্চে ছিলেন এভারেস্ট-জয়ী পর্বতারোহী নিশাত মজুমদার। ব্রতচারী নৃত্যের আয়োজনও ছিল অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাঝে। আকর্ষণীয় অংশ ছিল তিন মেধাবী তরুণের কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত বক্তৃতার তিনটি অংশ পাঠ। বর্তমান পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তার আউটরিচ কর্মসূচি বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে। আগামি বছর এই উৎসবের জন্য অপেক্ষায় থাকা সকলে সুরক্ষিত থাকুক। আবার কোনো এক সুদিনে হবে এই মিলন মেলা।

শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ব্রতচারী নৃত্য

স্কুল শিক্ষার্থীরা তাদের টিফিনের পয়সা থেকে জমিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তহবিলে প্রদান করছে

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে এভারেস্ট বিজয়ী নিশাত মজুমদার

করোনা–কালে জাদুঘরের দরজা বন্ধ, তবে একের পর এক খুলছে জানালা

করোনা-সংকট মোকাবেলায় মার্চ মাসের মধ্য কাল থেকে জনসমাবেশ বন্ধ হয়ে যায়। সামাজিক, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত করার পদক্ষেপ নেয় সরকার, স্থগিতকরা হয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত বিশালাকার জাতীয় অনুষ্ঠান। দ্রুতই আর সব প্রতিষ্ঠানের মতো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দরজাও বন্ধ হয়ে যায়। ২২ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী, ২৫ মার্চ গণহত্যা স্মরণ দিবস, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি কর্মসূচিও বাতিল হয়। বাঙালি জীবনের আনন্দময় পহেলা বৈশাখও এবার উদযাপিত হতে পারেনি। ২ থেকে ৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিতহওয়ার কথা ছিল 'অষ্টম লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ' শীর্ষক বড়মাপের আন্তর্জাতিক প্রামাণ্য চিত্রউৎসব। অভাবিত ও অভূতপূর্ব এই সংকট বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহ রুদ্ধ করে দেয়। তবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দ্রুতই নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলায় উদ্ভাবনী উপায়ে নিজেদের সক্রিয়তা বজায় রাখা ও মানুষের কাছে পৌছবার ব্যবস্থা নেয়। এই কাজে বড় সহায় হয় অনলাইন তথা ডিজিটাল মাধ্যম। সংকটময় পরিস্থিতিতে একের পর এক ডিজিটাল ও অনলাইন প্রোগ্রাম গ্রহণ করে চলেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। নানা বাধা-বিপত্তি ও সংকটের মধ্যে জাদুঘরের কর্মীদল ও স্বেচ্ছাসেবকেরা এইসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে পৌছে যাচ্ছে ব্যাপক মানুষের কাছে। জাদুঘর তাই এখন বলতে পারে, আমাদের দরজা বন্ধ হলেও আমরা খুলে দিচ্ছি একের পর এক জানালা, বাইরের মানুষের সঙ্গে গড়ে তুলছি নতুন সংযোগ।

মফিদুল হক

৬-দফা এবং ৭ জুন, ১৯৬৬ : বাংলাদেশে প্রথম অনলাইন প্রদর্শনী

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভ এবং প্রদর্শনী টিম আয়োজন করলো ৬-দফা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন প্রদর্শনী 'অন্ধকার থেকে আলোয়'। বংগবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে আজ অবধি বাংলাদেশে কোনো অনলাইন প্রদর্শনীর আয়োজন পরিলক্ষিত হয়নি। কিছুটা চিন্তিত ছিলাম যে ৬-দফার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে আমরা যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবো কিনা! কিছুটা দ্বিধা নিয়েই এই লকড ডাউন পরিস্থিতিতে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে গবেষণাসহ প্রদর্শনীর নানা আয়োজন সম্পন্ন করি। ৭ জুন ২০২০ ইউটিউব ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ দুটি জাতীয় টেলিভিশন দেশ টিভি ও চ্যানেল আই এ তা সম্প্রচার করা হয়। একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে প্রদর্শনীটি উদোধন করেন, জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। উদবোধনী বার্তা ও অনলাইন প্রদর্শনীর লিংকটি এখানে দেয়া হলো- প্রদর্শনী উদ্বোধন বার্তা লিংক: https://youtu.be/fwStXE242UU এবং প্রদর্শনী লিংক : https://youtu.be/KXtra0aUCZ4
আমরা আশা করবো সবাই দেখবেন এই প্রদর্শনী, এবং ফেসবুক বা অন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করে আরো মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে ইতিহাসের পরিচয় নিতে।

আমেনা খাতুন

অনলাইন প্রদর্শনীর প্রস্তুতি নিচ্ছে আর্কাইভস ও ডিসপ্লে বিভাগ

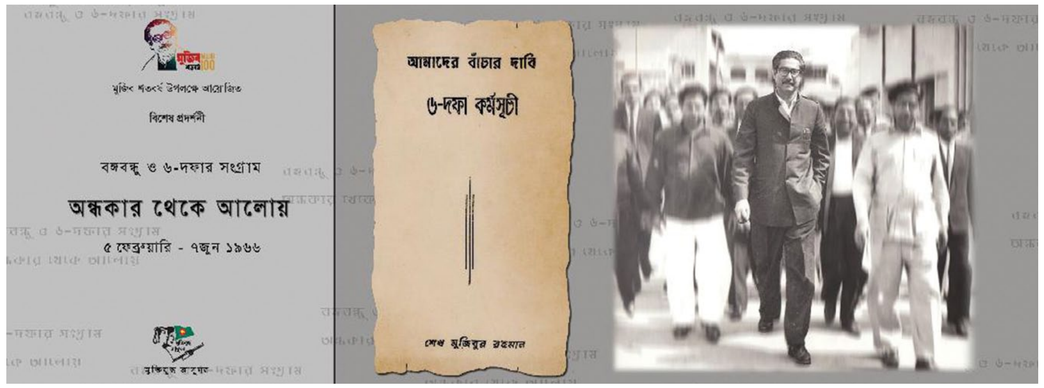

ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিশ্ব জাদুঘর দিবস

প্রতি বছর ১৭ মে পালন করা হয় আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস। নির্দিষ্ট একটি প্রতিপাদ্য স্থির হয় দিনটির জন্য। ২০২০-এ জাদুঘর দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয় 'সমতার জন্য জাদুঘর : বৈচিত্র্য ও সম্পৃক্তি'। বিষয়টি বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বৈচিত্র্যের মাঝে মিলনের সংস্কৃতিই হচ্ছে বাঙালির সংস্কৃতি। বাংলার লোকসংস্কৃতি বিশ্বের সামনে তুলে ধরবার প্রচেষ্টা হিসেবে জাদুঘর দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্র থেকে তৈরি করা হয় ছোট্ট ভিডিও ক্লিপ। 'লোকশিল্পীর পাশে আমরা' নামের একটি সংগঠনের সহযোগিতায় সংগ্রহ করা, করোনাকালে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তিক লোকশিল্পীর গাওয়া ভিন্নভিন্ন ধরনের গানের (মোবাইলে ধারণ করে পাঠানো) সম্মিলিত রূপ এই ভিডিও ক্লিপ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পৃথিবী জুড়ে এই বার্তা ছড়িয়ে দেয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভিডিও উপস্থাপনা দেখতে যুক্ত হন : https://www.youtube.com/watch?v=bctRi3hhvPA (ভিডিও লিংক)

বঙ্গবন্ধু কর্নার

ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের লবিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার প্রতিষ্ঠায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার'

দূর্গত-জনের পাশে জাদুঘরের বন্ধু শিক্ষকরা

একজন নেটওয়ার্ক শিক্ষক বন্ধুর একটি ইমেইল সবাইকে উদ্বুদ্ধ করল মানব তার পক্ষে দাঁড়াতে। সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক গাজী মোমিন উদ্দিন একটি ইমেইল পাঠান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। তাতে তিনি জানান, তিনি তার বৈশাখী ভাতার পুরোটা করোনাকালীন সময়ে দরিদ্রদের খাদ্য সহায়তার জন্য প্রদান করেছেন। এরপর জানা গেল সাতক্ষীরা জেলার আরেক নেটওয়ার্ক শিক্ষক শম্পা গোস্বামী তার নিজের সংগঠনের মাধ্যমে মাস্ক তৈরি করে এলাকায় বিতরণ করছেন।
খবর এল হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার জহর চাঁন বিবি মহিলা কলেজের সহকারি অধ্যাপক জালাল উদ্দিন রুমিতার নিজের এলাকায় সামাজিক সচেতনতার লিফলেট ও মাস্ক বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিতরণ করেন। লংলা আধুনিক মহাবিদ্যালয়ের সহকারি অধ্যাপক মাযহারুল রুবেল তার এলাকা চুনারুঘাটে দরিদ্রদের খাদ্য সহায়তা করছেন। একইভাবে রাঙামাটি জেলা সদরের নেটওয়ার্ক শিক্ষক রূপাচাকমাও নিজের গ্রামের অসহায়দের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। খবর গুলো উৎসাহিত করলো জাদুঘরের কর্মীদের। তারা প্রত্যেকেই নিজ উদ্যোগে যারযার সাধ্যের মাঝেই অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবার কথা জানাতে থাকে।
ইমেইলের লেনদেনের মাঝে ট্রাস্টি মফিদুল হকের কাছ থেকে প্রস্তাবনা আসে কর্মীদের সকলের ব্যক্তি উদ্যোগকে সম্মিলিত রূপ দেয়ার। রিচআউট সমন্বয় কারী রঞ্জন কুমার সিংহ দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেন পুরো বিষয়টি সমন্বয় করবার। বিন্দু বিন্দু করে সিন্ধু না হলেও বেশ ভাল ফান্ড তৈরি হলো, এ সময়ে বড় সুখবর দিলেন ডা. সারওয়ার আলী। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ, বর্তমান সাংসদ এবং প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরীর পক্ষ থেকে ২ লক্ষ টাকা এই ফান্ডে দেয়া হবে। বিকাশের মাধ্যমে এই তহবিলের টাকা নির্বাচিত নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের দেয়া হলো অসহায় মানুষদের ত্রাণে।

শরণার্থী ক্যাম্প থেকে করোনা যোদ্ধা রোহিঙ্গা নারীদের কথা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গণহত্যার শিকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পাশে আছে ২০১৭ সালের নৃশংসতা ও প্রাণ রক্ষায় তাদের বাংলাদেশের আশ্রয় গ্রহণের পর থেকে। এশিয়া জাস্টিস অ্যাণ্ডর রাইটস বা AJAR-এর সঙ্গে মিলেজাদু ঘরের স্বেচ্ছাকর্মীরা কাজ করছে দুর্গত নারীদের মধ্যে যাদের নিজেদের জীবনে রয়ে গেছে বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা, প্রতিদিন যারা বেঁচে থাকার সংগ্রাম করেন, সেই নারীরাই কাঁথার ফোঁড়ে ফুটিয়ে তোলেন আশার বাণী, বুনে চলেন ভবিষ্যতের স্বপ্ন। তাদের এই শিল্পকর্ম নিয়ে বিগত নভেম্বরে আয়োজিত হয়েছে প্রদর্শনী। Quilts of Memory and Hope শিরোনামের এই প্রদর্শনী ও এই উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগ সাড়া জাগিয়েছিল দেশে এবং দেশের বাইরে। করোনা মহামারীকালে এই দুর্গত নারীরা এগিয়ে আসলেন মাস্ক তৈরির কাজে। এই অবাক করা ঘটনা জানা যায় কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্বেচ্ছাকর্মী নাসরিন রিয়ার কাছ থেকে। ক্যাম্প (১ই) এর ঘটনা, রাফিকা তার প্রতিবেশীর সাথে কথা বলছিল করোনা নিয়ে, এই যে করোনা করোনা শোনা যাচ্ছে এটা কি? কিভাবে বাচা যাবে এর থেকে? এই চিন্তা থেকেই তার ভাবনায় এলো নিজে রামাস্ক বানালে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে, আশেপাশের সবাই সুস্থ থাকবে। প্রতিবেশীর মোবাইল থেকে ইউটিউবে মাস্ক তৈরি করার পদ্ধতি শিখে নিলেন, তিনি নিজে সেলাই জানেন, কাজেই জামা বানানোর পরে বেঁচে যাওয়া কাপড় থেকে মাস্ক বানাতে শুরু করেন তিনি। উৎসাহ পেয়ে একজন দু'জন করে প্রতিবেশিরা তার সঙ্গে যোগদিতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই তারা নিজ ব্লকে কমিউনিটির মধ্যে মাস্ক বিতরণ করেন, এখনও এই কাজটি তারা চালিয়ে যাচ্ছেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

ত্রাণ তহবিল থেকে বারোটি সেলাই মেশিন দিয়েছে দুর্গত রোহিঙ্গা নারীদেরমাস্ক তৈরি ও বিতরণের জন্য।

জরুরি কাজ পরিচালনায় কর্মীদল

করোনাকালে বিশেষ পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আর্থিক ও অন্যান্য কাজ চালাবার জন্য উদ্যোগ নেয়। ফলে অর্থ বিভাগের কর্মীরা নিজেদের সুরক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে দায়িত্ব পালন করে। আর্কাইভস জাদুঘরের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজনীয় বিধায় এই বিভাগের কর্মীরা দায়িত্ব পালনে যথাযথ ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি জাদুঘরের নিয়মিত পরিচ্ছন্নতাসহ সকল রক্ষণাবেক্ষনের কাজও সুরক্ষাবিধি মেনে নিয়মিত করা হয়।

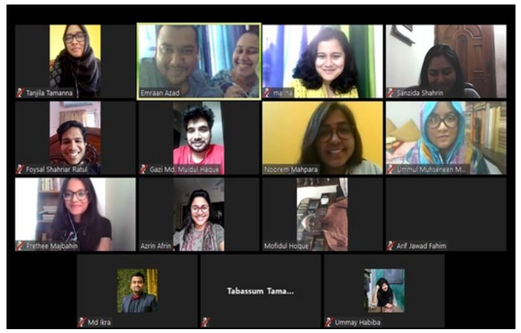

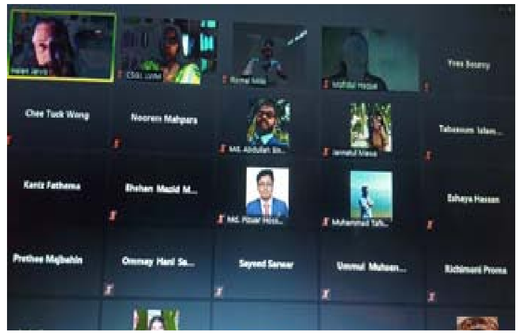

কর্মব্যস্ত সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্যা স্টাডিজ অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস গণহত্যাপ্ তিরোধ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কাজে নতুন প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করছে। এই সেন্টার থেকে গণহত্যা বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম চলে, পরিচালনা করা হয় বিভিন্ন কোর্স, আয়োজন করা হয় নানা কর্মশালা, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সেমিনার ও বক্তৃতা। বর্তমানের ভিন্ন প্রেক্ষাপটে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এই সেন্টার, প্রথম বারের মতো ওয়েবিনারের আয়োজনও করা হলো।

৩০ এপ্রিল ২০২০ বাংলাদেশ চ্যাপ্টার অব ট্রানজিশনাল জাস্টিস এশিয়া নেটওয়ার্ক এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয় 'এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে ট্রানজিশনাল জাস্টিস''ভার্চুয়াল আলোচনা। আলোচনার বিষয় বস্তু ছিল The role of civil society organisation in pursuing justice for the victims of the Rohingya Genocide. বক্তা ছিলেন Pia Conradsen (international human rights lawyer, Bangladesh Programme Coordinator for Asia Justice and Rights (AJAR).

৩০ মে সেন্টার আয়োজন করে এর প্রথম ওয়েবিনার Rohingya Genocide & the ICJ: A Glimmer of Hope Towards Justice?''বক্তা ছিলেন Dr. Helen Jarvis,Vice President at Permanent People's Tribunal (PPT) এবং কাম্বোডিয়ার গণহত্যার বিচারে উদ্যোগী ব্যক্তিত.

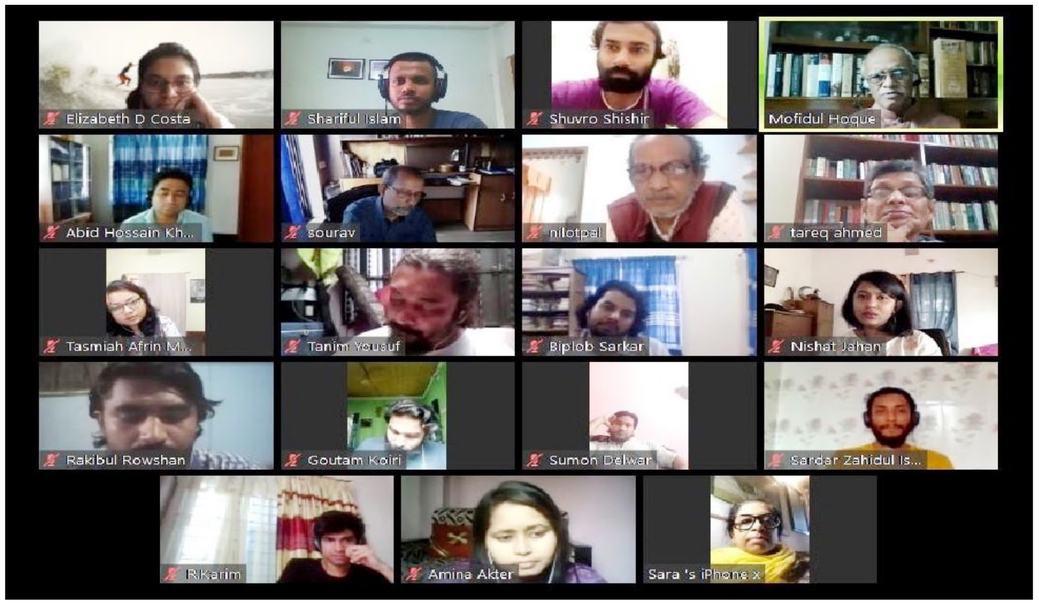

অনলাইন ফিল্ম ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ লকডাউন হবার প্রাক্কালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে পূর্ণ উদ্যমে প্রস্তুতি চলছিল 8th LiberaionDocfest Bangladesh এর। করোনা পরিস্থিতিতে শেষ মুহূর্তে স্থগিত হয় সবকিছু। নতুন পরিস্থিতিতে উৎসবের আয়োজক তরুণেরা নিয়ে আসে নতুন ভাবনা। অনলাইনে Exposition of Young Film Talent 2020/ Story-telling Lab for Documentary Filmmakers শিরোনামে পাঁচ দিনের ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয় ২৮ এপ্রিল থেকে ৩ মে ২০২০। বাংলাদেশের ১৩ জন তরুণ নির্মাতা এতে অংশ নেন। মেনটর হিসেবে ছিলেন মনিপুরের ফিল্ম ইন্সটিটিউটের পরিচালক নীলোৎপল মজুমদার ও পুরস্কৃত প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা সৌরভ সেরাঙ্গি। এই কর্মশালা শেষে দুজন তরুণ নির্মাতার প্রামাণ্য চিত্র প্রস্তাবনা নির্বাচিত হয় পুরস্কারের জন্য, এরাহলেন সুমন দেলোয়ার (জলগেরিলা) ও বিপ্লব সরকার (বিস্মৃতজন)।

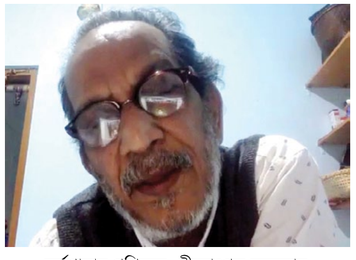

কর্মশালার প্রশিক্ষক- নীলোৎপল মজুমদার

শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্রের এক মিনিটের অনলাইন চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা

শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুর শুরু করেছিল মোবাইলে এক মিনিটের চলচ্চিত্র তৈরির কর্মসূচি। মোবাইলের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা ১ মিনিট দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে জমা দেয়। এ বিষয়ক কারিগরি সহায়তা দেবার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের জন্য মোবাইলে চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা আয়োজন করে বিভিন্ন সময়ে, যাতে তারা শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষিত করতে পারেন। করোনা পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে কর্মশালা পরিচালনা করা সম্ভব না হলেও গত ১১ থেকে ১৩ মে ২০২০ তিন দিনব্যাপী আয়োজন করা হয় অনলাইনে এক মিনিটের চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা। এতে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ কুমিল্লা, সিলেট মৌলভীবাজার, টাঙ্গাইল, পিরোজপুর, নীলফামারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বরিশাল ও সাতক্ষীরা থেকে ২৭ জন নেটওয়ার্ক শিক্ষক।

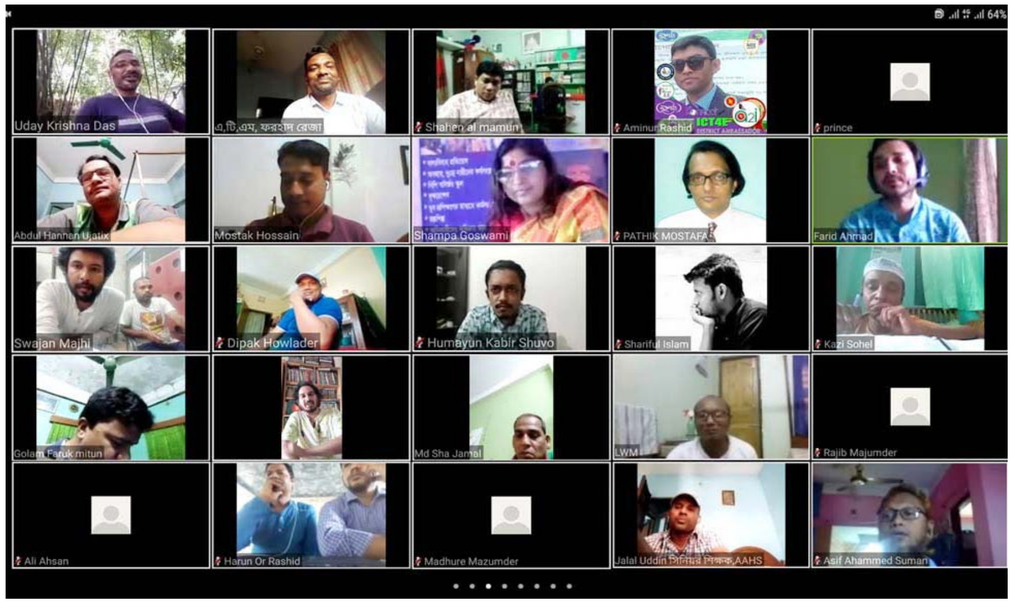

দর্শকের মন্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

যে জাতিযত বেশি ইতিহাস চর্চা করে। সে জাতি তত বেশি সমৃদ্ধ। বাঙালির শোষণ বঞ্চণার ইতিহাস চর্চার এক অনবদ্য জায়গা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। যা প্রতিটি মানুষকে নিয়ে যায় ৭১ এর সেই অগ্নিঝরা দিনগুলোতে। দেশকে নিয়ে ভাবতে শেখায় নতুন করে।

মাহমুদুল হাসান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০২-০৯-১৯

এই জাদুঘরে আসার পর আমার অন্তর বারবার বলে উঠছে জয় বাংলা জয় বাংলা। মনে হচ্ছে আমি যদি শহীদ হতে পারতাম আমার মায়ের জন্য, আমার বোনের জন্য, আমার দেশের জন্য। আমার দেশকে যারা স্বাধীন করেছেন তাদের প্রতি সম্মান অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। আমি এই জাদুঘরে শপথ করে যাচ্ছি যে, আমার দেশের জন্য আমি যে কোন ভাল কাজ করতে প্রস্তুত। দেশের অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমি আমার জীবনদিতে সদা প্রস্তুত। আমি বাঙালি,আমি গর্বিত বাঙালি।

মো: জনি হাসান জুলফিকার
রাজশাহী, বাংলাদেশ
০৫-০৯-১৯

আমি আমার ছেলেমেয়েদের বলেছিলাম, "আমি শুনেছি, তোমরাও শুনবে, তার চেয়েও অনেক বেশি দেখে পড়ে বুঝবে।" দেখা ও পড়ার এই মহাযজ্ঞে নিয়ে এসে ওদের অনেকটাই বোঝাতে পেরেছি। এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠার সকল কলাকুশলীদের প্রতিআমার শত কোটি কুর্নিশ আর কৃতজ্ঞতা।

আইরিন সুলতা
এ্যাডভোকেট, জজকোর্ট, নারায়ণগঞ্জ
১৬-০৮-১৯

অতীতকেও পুনরুজ্জীবিত করাযায়। মুক্তিযুদ্ধকে সামনে থেকে না দেখেও অনুভব করা যায় সেই সময়কে ও বাঙালীর সেই ত্যাগকে। মুক্তিযুদ্ধকে জাতির সামনে, অনুভবে কিংবা নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ সকল শহীদকে। "ভালোবাসি বাংলাদেশকে।"

ডা: সুপ্রভ আহমদ
২৯-০৮-১৯

এ যেন একাত্তর ! এ যেন সেই বিভিষীকাময় কৃষ্ণপক্ষ! ক্ষণিকের জন্য হারিয়ে গিয়েছিলাম সেই গৌরবান্বিত স্মৃতিতে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধরে রাখতে এ এক অসাধারণ উদ্যোগ। সংগ্রহশালার প্রতিটি দলিলপত্র চিত্রকর্ম আমাদের সেই মহান স্মৃতিগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়।

উজ্জল চক্রবর্তী
সিনিয়র অফিসার
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
০৫-০৮-২০১৯

I am very proud of sacrifices and struggles my people have made to achieve our freedom. We are truly a country made out of nothing with the determination overcome any obstacle. My thanks goes out to the people who have so beautifully preserved these pieces and put them on display so that people of my generation can relive the story of our liberation again and again.

Nooha A. Kawser (U.S.A)
05-08-2019

ফিড্রম মিউজিকফেস্ট

৬ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি, তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় ফ্রিডম মিউজিকফেস্ট। দেশের জনপ্রিয় ব্যান্ড তারকা মাকসুদ-এর উদ্যোগে নবীন এবং প্রতিষ্ঠিত ২০টি ব্যান্ড দলের সমন্বয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্য স্থায়ী তহবিল গড়ার লক্ষ্যে প্রথম বারের মতো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এ ধরণের আয়োজন করে। আয়োজনে ব্যান্ড দলের পাশাপাশি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের দল কারিশমা-এর শিল্পীদের পরিবেশনা এক ভিন্নমাত্রা যোগ করে। এর পাশা পাশি ১৯৭১-এ যে সকল দেশী এবং বিদেশী শিল্পীরা বাংলাদেশের পক্ষে কণ্ঠযোদ্ধা হিসেবে লড়াই করেন তাদের সম্মান জানাতে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এই মিউজিকফেস্টকে কেন্দ্র করে।।

Participating Bands

Bangla Five Band, Abanti Sithi, Madol, GaanKobi, Nemesis, Nova, Meghdol, Sacrament, Chitkar, Shahed O' Gaatch, Obscure, Renaissance, Shovvota & The Band, Logna & Sorol, Baul Xpress, Reshmi O Mati, Sahajia, Avash, Warfaze, Maqsood O' Dhaka

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com